

50692 - যে নারী অনেকদিন রোয়া ভেঙেছে বিধান না জানার কারণে ও সংখ্যা না জানার কারণে

প্রশ্ন

বিগত বছরগুলোতে আমি আমার পরিবারের সাথে থাকাবস্থায় কত রোয়া ভেঙেছি তা জানি না। যেহেতু আমরা গ্রামে থাকতাম। সেখানে রোয়ার বিধিবিধান সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না। এ দিনগুলোতে আমি রোয়া রাখিনি। আমি জানিও না যে, কতদিন রোয়া ভেঙেছি। সে দিনগুলোর বদলে আমি একটা অংকের অর্থ দান করেছি। কিছু সময় পর এক বোনের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, এ দিনগুলোর রোয়া কায়া পালন করা আমার ওপর ওয়াজিব। কিন্তু আমি এ দিনগুলোর সংখ্যা জানি না। এমতাবস্থায় আমি কি করব?

প্রিয় উত্তর

শরিয়তের জরুরী মাসযালাগুলো জেনে নেয়া একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। সেগুলো দৃষ্টিভঙ্গিগত বিধান হোক; যেমন- আকিদা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কিংবা আমলগত বিধান হোক; যেমন- পবিত্রতা ও নামায ইত্যাদি। যদি কোন মুসলিম সম্পদশালী হয় তাহলে যাকাতের বিধিবিধান জেনে নেওয়াও তার ওপর ওয়াজিব। যদি কেউ ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসায়ের বিধিবিধান জানাও তার ওপর ওয়াজিব। এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যখন রম্যান মাস ঘনিয়ে আসে তখন একজন মুকাল্লাফ (শরায়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির ওপর রোয়ার বিধিবিধান জানা ওয়াজিব; এমনকি সে যদি রোয়া রাখতে অক্ষম হয় তবুও। সেটা এজন্য যে, সে যেন রোয়ার বদলে যা করা ওয়াজিব সেটা জানতে পারে।

আপনি ও আপনার পরিবারের ওপর ওয়াজিব হল- এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে কসুর করায় তওবা করা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

অর্থ পরিশোধ করা রোয়া রাখতে অক্ষম বয়োবৃদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্যেও জায়েয নয়। কেননা এ ধরণের ব্যক্তিরা রম্যানের রোয়া ভাঙলে তাদের ওপর ওয়াজিব হল প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। যে দিনগুলোর রোয়া ভাঙা হয়েছে সেগুলোর বদলে খাওয়ানোর পরিবর্তে অর্থ পরিশোধ করা জায়েয নয়।

অতএব, আপনি যে অর্থ দান করেছেন আমরা আশা করছি কিয়ামতের দিন সদকা হিসেবে আপনি সেটার সওয়াব পাবেন।

আপনাদের ওপর ওয়াজিব হল: যে দিনগুলোতে রোয়া ভেঙেছেন সে দিনগুলোর কায়া রোয়া পালন করা। আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করে গণনা করবেন; যাতে করে নিশ্চিত সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে পারেন। যদি সেটা না পারেন তাহলে আপনারা প্রবল ধারণার উপর আমল করবেন। উদাহরণতঃ যদি আপনাদের ধারণা হয় যে, সেটা ৩০ দিন তাহলে এ দিনগুলোর রোয়া কায়া পালন করা আপনাদের ওপর ওয়াজিব। এভাবে কম হোক বা বেশি হোক এ পদ্ধতিতে করবেন। “আল্লাহ্ কাউকে তার সাথ্যের বাইরে দায়িত্ব আরোপ করেন না।”[সূরা বাকারা, ২:২৯৬]

আপনাদের ওপর এ দিনগুলোর রোয়া লাগাতরভাবে রাখা ওয়াজিব নয়। বরং সক্ষমতা ও সুযোগ অনুযায়ী আপনারা আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো রাখতে পারবেন। কিন্তু, আপনাদের কর্তব্য অবিলম্বে রোযাগুলো পালন করা এবং এ রোযাগুলো পালনে পুনরায় বিলম্ব না করা।

আপনার উপর আবশ্যক গত বছরের রোযাগুলোর কায়া পালন আগে শুরু করা; যাতে করে সেগুলো পালন করার আগে পরবর্তী রমযান এসে না যায়।

কোন কোন আলেমের অভিমত হল: রোযার পালন করার সাথে বিলম্ব করার কারণে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানোও আপনাদের ওপর ওয়াজিব। কিন্তু, অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে— শুধু রোয়া রাখাই আপনাদের ওপর ওয়াজিব। বিশেষতঃ আপনারা যদি গরীব হন। তবে যদি রোয়া রাখার সাথে খাদ্যও খাওয়াতে পারেন তাহলে সেটা ভাল।

আরও জানতে দেখুন: [39742](#) নং, [26212](#) নং ও [40695](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোল্লিখিত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা হায়েয়ের মত শরয়ি ওজরের প্রেক্ষিতে রোয়া ভেঙ্গে থাকেন। আর যদি আপনাদের এ রকম কোন ওজর না থাকে: তাহলে আপনাদের ওপর কোন কায়া পালন নেই। বরং আপনাদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে—তওবা করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ছুটে যাওয়া এ দিনগুলোর রোযার বদলে নফল রোয়া রাখা ও নেক আমল করা।

আমরা এ মাসযালাটি ও এ সংক্রান্ত আলেমদের ফতোয়াগুলো [50067](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি; সেটা দেখে নিতে পারেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।